প্রথম আলো

তারিখ 29 JAN 2014
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

স্টল বরাদ্দ চূড়ান্ত, বইমেলার সাজ সাজ রব

মাসুম আলী ●

উদ্বোধনের তিন দিন আগে গতকাল মঙ্গলবার চূড়ান্ত হলো অমর একুশে গ্রন্থমেলার স্টলের বরাদ্দ। প্রকাশকেরা বুঝে পেলেন স্টল। মেলায় এবার ২৭৭টি প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে। প্রকাশক ছাড়াও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছে প্রকাশনা সংস্থা, সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান। একাধিক সূত্রে জানা গেছে, এবারই প্রথমবারের মতো মেলার উদ্বোধনী দিনে পুরস্কৃত করা হবে এবারের বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার।

> এবারই প্রথমবারের মতো মেলার উদ্বোধনী দিনেই প্রদান করা হবে এবারের বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার

তিনবার সময় পরিবর্তনের পর মঙ্গলবার সকালে মেলার আয়োজক প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয় মেলার বরাদ্দকৃত স্টলের স্থানবিন্যাসের লটারি। এবার মেলায় অংশগ্রহণকারী ২৭৭টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রকাশনা সংস্থা রয়েছে ২৩০টি, শিশু প্রকাশনা সংস্থা রয়েছে ২৬টি, সরকারি ১৮টি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান দুটি এবং পত্রিকা রয়েছে একটি।

মেলা শুরুর তিন দিন আগে লটারি সম্পন্ন হওয়ায় সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন নিজ নিজ স্টল সাজাতে। লটারি শেষে সবাই একযোগে তাঁদের স্টলের সাজসজ্জার কাজ শুরু করেন। চলবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। মেলার নীতিমালা অনুযায়ী, ১ ফেব্রুয়ারি মেলা উদ্বোধনের আগে সাজসজ্জার কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

এবারের মেলায় প্রথমবারের মতো যুক্ত করা হয়েছে চার ইউনিটের স্টল। ১১টি প্রকাশনা সংস্থাকে চার ইউনিটের স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। প্রকাশনা সংস্থাগুলোর মধ্যে এক ইউনিটের স্টল বরাদ্দ পেয়েছে ৯৫টি, দুই ইউনিটের স্টল পেয়েছে ৮৩টি এবং তিন ইউনিটের স্টল ৪১টি। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিটিই মেলার সম্প্রসারিত ভেন্যু সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বসবে। ২৬টি শিশু প্রকাশনা সংস্থা, ১৮টি সরকারি প্রতিষ্ঠান, দুটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও একটি পত্রিকার স্টল বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বসবে। এ ছাড়া একাডেমি প্রাঙ্গণের ভেতরে বর্ধমান হাউজের পাশের বহেড়াতলায় ৪৮টি ছোট কাগজকে 'লিটল ম্যাগ কর্নারে' স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

গতকাল বিকেলে মেলার ভেন্যু পরিদর্শনে যান সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী মোশাররফ হোসেন। এ সময় বাংলা একাডেমির সচিব আলতাফ হোসেন ও মেলা পরিচালনা কমিটির সদস্যসচিব শাহিদা খাতুন, উপপরিচালক মুর্শিদ আনোয়ার উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শন শেষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আসাদুজ্জামান নূর সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'অনেকেই আশঙ্কা করছেন যে মেলা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নিয়ে যাওয়ায় ঐতিহ্য নষ্ট হবে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। বরং আমরা মনে করি, মেলাকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে। কারণ, এ উদ্যান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বহন করে।'

প্রথম দিনেই একাডেমি পুরস্কার: এবারই প্রথমবারের মতো মেলার উদ্বোধনী দিনেই প্রদান করা হবে এবারের বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার। এর আগে বাংলা একাডেমি মেলার শেষ দিকে এই পুরস্কার প্রদানের অলিখিত প্রচলন ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, ৩১ জানুয়ারি সংবাদ সম্মেলনে পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করা হবে।

এদিকে গ্রন্থমেলার শেষ সময়ের প্রস্তুতি হিসেবে ফকিরাপুল, সূত্রাপুর, বাংলাবাজার, শাহবাগ আজিজ সুপার মার্কেট, পাটুয়াটুলী, কাঁটাবনসহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার প্রেস, পেস্টিং, কম্পোজ ও বাইন্ডিং কারখানাতেও চলছে বিরামহীন ব্যস্ততা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সব ধরনের ছুটি বাতিল করে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা দিনরাত পরিশ্রম করে চলছেন।

অন্যদিকে, মেলার প্রথম দিন থেকে নতুন বই আনার চেষ্টা করছে প্রকাশনা সংস্থাগুলো। লেখক, সম্পাদকদের মধ্যে চলছে শেষ সময়ের টান টান উত্তেজনা। প্রচ্ছদশিল্পীদেরও দম ফেলার ফুরসত নেই। সব মিলিয়ে সাজ সাজ রব বইমেলাকে ঘিরে।